Bangla bhai in net after battle

Dhaka, March 6 (Reuters): Bangladesh captured its second top Islamist militant within a week after security forces waged a gunbattle today in a northern district, police said.

They said Siddikul Islam Bangla Bhai, chief of the outlawed Jagrata Muslim Janata Bangladesh group, was arrested along with his wife and two associates at a hideout in the district of Mymensingh.

Bangla Bhai's capture came just four days after another top fugitive Islamist, Shayek Abdur Rahman, was detained in the northeastern town of Sylhet. Shayek gave up without a fight and is believed to have provided information which led to Bangla Bhai's capture.

Prime Minister Begum Khaleda Zia, who has been criticised by her opponents for failing to tackle a vicious bombing campaign blamed on Islamists, congratulated security forces for their "courage and valour in accomplishing a difficult mission".

Inspector general of police Abdul Qayyum said with the fall of Shayek Rahman and Bangla Bhai, "I believe 90 per cent of the Islamist militancy has been crushed. We are thankful to those who made it possible and those who supported them." Bangla Bhai was wounded in the battle and later flown to the capital Dhaka by military helicopter.

Bangla Bhai: Nabbed

"He is now being treated at a forces' hospital," a police officer said.

Two other militants were also wounded and an officer of the elite Rapid Action Battalion force suffered a gunshot wound to the head. Police earlier said one militant had been killed, but later said they took one of the wounded to be dead.

"These are home-grown Islamist terrorists, no foreign links have yet been established," state minister for home affairs Lutfuzzaman Babar said.

Security forces surrounded Bangla Bhai's hideout at around midnight yesterday and closed in before sunrise.

Police said the militant and his men threw bombs at security forces and later opened fire, triggering a shootout.

A part of the house, where the militants were holed up, was blown up in the fighting, a witness said.

Intelligence officials said the arrest of Shayek Rahman last week and his subsequent interrogation had helped them in tracking down Bangla Bhai. "He didn't have a clue until the net was completely drawn on him," said an intelligence officer. Shayek led another outlawed Islamist group, Jamaat-ul-Mujahideen.

Both groups are fighting for the introduction of sharia law in Bangladesh, a mainly Muslim democracy, and are blamed for a wave of bombings, including suicide attacks, that have killed at least 30 people and wounded 150 since last August. The Opposition Awami League and its allies branded the capture of the top militants as "part of a set game by the government to divert attention from other pressing issues".

"They need to protect the militants in their own fold," Awami general secretary Abdul Jalil said today, repeating an allegation that the Islamist radicals were linked to Khaleda's ruling coalition partner, the Jamaat-e-Islami party.

Jamaat's secretary general Ali Ahsan Mohammad Mujahid strongly refuted the charge again today, saying that Shayek Rahman and Bangla Bhai were in no way linked to Jamaat.

"Awami League is spreading such falsehoods because they do not like the government reining in the militants, who in the name of Islam are killing people and causing harm to the country," he told a news conference.

THE TELEGRAPH

"Bangla Bhai" arrested

Haroon Habib

DHAKA: The Bangladesh Government has claimed second success in a week by arresting another top Islamist militant leader whose existence it had denied for years despite extensive media reports.

On Monday, the Rapid Action Battalion arrested Siddiqul Islam, better known as "Bangla Bhai", one of the two top Islamist militant leaders.

"Bangla Bhai", operation commander of the dreaded Jagrata Muslim Janata Bangladesh was arrested along with his wife and five associates from a house in Mymensingh district.

The high profile arrest followed that of Shaikh Abdur Rahman, chief of the Jamaat'ul Mujahideen.

0 / ... 2006

THE HINDU

ANADABAZAR PATRIKA

বাংলাদেশে শীর্ষ জামাতুল জঙ্গি নেতা গ্রেফতার

কুদ্দুস আফ্রাদ ● ঢাকা

২ মার্চ: প্রায় দু'দিন ধরে নিরাপত্তা বাহিনীর ঘেরাটোপে আটক থাকার পরে শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করল নিষিদ্ধ জঙ্গিগোষ্ঠী জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশের (জেএমবি) শীর্ষ নেতা শেখ আবদুর রহমান। গত বছর ১৭ আগস্ট বাংলাদেশ জুড়ে প্রায় ৪০০টি বিস্ফোরণের মূল পাণ্ডা আবদুর শ্রীহট্টের কাছে টিলাগড়ে শাপলাবাগ আবাসনে রয়েছে খবর পেয়েই গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে পুলিশ এবং র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন (র‍্যাব)। জেএমবি-র ওই শীর্ষ নেতাকে গ্রেফতার করে ঢাকায় এনে জেরা শুরু করেছে পুলিশ।

পরিবারের লোকেদের সঙ্গেই আটকে পড়ে আবদুর রহমান। আজ সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ জঙ্গি নেতা পুলিশের কাছে ধরা দেয়। তাকে ধরার জন্য হাজির ছিল র‍্যাবের এক হাজার সদস্য, এক হাজার পুলিশ, দু'শোর বেশি বিডিআর ও বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার কর্তারা।

হাজির ছিল দমকল এবং মেডিক্যাল টিমও। আবদুরের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা-সহ বেশ কয়েক জন গত কালই পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল।

আবদুর রহমান ধরা পড়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে খালেদা জিয়া সরকার। অবশ্য আরও এক শীর্ষ জঙ্গি নেতা বাংলাভাই এখনও পুলিশের নাগালের বাইরে। কিন্তু আবদুর রহমান ধরা পড়ায়, বাংলাদেশ জুড়ে জঙ্গি কার্যকলাপ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে বলে ধারণা গোয়েন্দাদের।

১৯৯৮ সালে আবদুর রহমানের হাত ধরে গড়ে উঠেছিল বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জঙ্গি সংগঠন জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ। ২০০৩ সালে প্রথম বার গোয়েন্দা-পুলিশের নজরে আসে জেএমবি। প্রকৃত পক্ষে, তখন থেকেই তারা বাংলাভাইয়ের সংগঠনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জঙ্গি কার্যকলাপ চালাচ্ছিল। ২০০৫ সালে রাজনৈতিক চাপের মুখে বাংলাদেশ সরকার জেএমবিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। আবদুর রহমানের মাথার জন্য বহু লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেও, তার নাগাল পাচ্ছিল না সরকার। দিন কয়েক আগে হাফেজ মামুদ নামে জেএমবি-র সশস্ত্র শাখা মজলিস-ই-সুরার এক সদস্যকে গ্রেফতার করে বাংলাদেশ পুলিশ। তার কাছ থেকেই আবদুরের আস্তানার খোঁজ মেলে।

মঙ্গলবার দুপুর থেকেই শ্রীহট্টের টিলাগড় এলাকা চলে যায় বাংলাদেশ রাইফেল, পুলিশ ও র‍্যাবের দখলে। আবদুর তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ওই বাড়িতেই আছে নিশ্চিত হওয়ার পরে পুলিশ তাকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়। কিন্তু বাড়ির ভিতর প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র ও বিস্ফোরক নিয়ে ঘাঁটি গেড়ে থাকা আবদুর আত্মসমর্পণ করতে চায়নি। অবশেষে কাল দুপুরে তার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে পুলিশের কাছে ধরা দেয়। তার পরেও আবদুর ধরা দেবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ ছিল। গত দু'দিন ধরে পুলিশের সঙ্গে কয়েক দফা কথা হয় বাড়ির ভিতর আটকে থাকা জঙ্গি নেতা ও তার সঙ্গীদের। পুলিশ বাড়ির ভিতরে কাঁদানে গ্যাসের সেল ছুড়লে, তারাও পাল্টা বোমা ছোড়ে। শেষ পর্যন্ত আজ সকালে সে পুলিশের কাছে ধরা দেওয়ার পরেই সব উত্তেজনার অবসান হয়।

স্বাগত প্রত্যাবর্তন

দীর্ঘ এক বছর বয়কট করার পর বাংলাদেশের বিরোধী দল আওয়ামি লিগ যে জাতীয় সংসদে ফিরিয়া আসিল, তাহার কারণ সম্ভবত জনপ্রতিনিধিত্ব খোয়াইবার ভয়। বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী টানা নব্বই দিন সংসদের অধিবেশনে গরহাজির থাকিলে সাংসদ পদ খারিজ হইয়া যায়। নব্বই দিনের সেই সময়সীমা পার হওয়ার পূর্বাহ্ণে আওয়ামি লিগের সাংসদরা সংসদে ফিরিলেন। লিগ নেতৃত্ব বলিয়াছে, সংসদীয় বিতর্কে স্পিকার পর্যাপ্ত সময় দেন নাই বলিয়াই বিরোধীরা বয়কটের পথে গিয়াছিলেন। অভিযোগটি হয়তো সম্পূর্ণ ভ্রান্ত নয়। কমবেশি সব গণতন্ত্রেই বিরোধী পক্ষের জনপ্রতিনিধিরা তাঁহাদের বক্তব্য বিশদে উপস্থাপন করার জন্য পর্যাপ্ত সময় পান না। স্পিকার শাসক দল হইতেই নিযুক্ত হন, তাই তাঁহার নিরপেক্ষতায় প্রায়শ ঘাটতির অভিযোগ ওঠে। আর ৩০০ আসনের সংসদে বিরোধীদের শক্তি যদি হয় মাত্র ৫৮, তবে শাসক পক্ষ স্রেফ গলার জোরেই বিরোধীদের কোণঠাসা করিয়া ফেলিতে পারে এবং স্পিকারের পক্ষেও অনেক সময় অপক্ষপাত ও ভারসাম্য রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। তবে শেষ পর্যন্ত লিগ নেতৃত্ব যে চোরের উপর রাগ করিয়া মাটিতে ভাত খাওয়ার সিদ্ধান্ত হইতে সরিয়া আসিয়াছেন, ইহা স্বাগত।

বিরোধী দলের প্রত্যাবর্তনের ফলে দেশের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি লইয়া সংসদে প্রাণবন্ত আলোচনা ও বিতর্ক হইতে পারিবে এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রশ্নে সরকারকে যথাযথ নীতি প্রণয়নে চাপ দেওয়া যাইবে। সংসদে আওয়ামি লিগের অনুপস্থিতির বছরে বাংলাদেশে মৌলবাদী জেহাদিরা অনেক বেশি শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে। এক সার্বিক শৈথিল্য ও উদাসীনতার সুযোগে জেহাদি উগ্রপন্থা বাংলাদেশে অনেক বেশি শিকড় বিস্তার করিয়াছে এবং বিভিন্ন নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড চালাইয়া নিজেদের তৎপরতার প্রমাণ দিয়াছে। এই অবস্থায় ধর্মনিরপেক্ষ বিরোধী পক্ষ হিসাবে সংসদে আওয়ামি লিগের উপস্থিতি মৌলবাদের উত্থান ও জঙ্গি জেহাদ দমনে সরকারকে দায়বদ্ধ করিতে পারিত, অন্তত প্রবল তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করিতে পারিত। কিন্তু লিগ নেতৃত্বও এ ব্যাপারে যথেষ্ট তৎপর হন নাই। বহু নিরীহ মানুষের প্রাণ গিয়াছে, ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিকদের নিধন হইয়াছে (যাহার মধ্যে লিগের একাধিক নেতানেত্রীও আছেন) এবং জেহাদিরা দেশময় তাহাদের জাল বিস্তৃত করার একতরফা সুযোগ পাইয়া গিয়াছে। গণতন্ত্রে বিরোধী পক্ষেরও কিন্তু অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে, যাহার অন্যতম হইল সরকারপক্ষকে ভ্রান্ত কর্মনীতির দিশা হইতে সরাইয়া আনা। সংসদ বয়কট করিয়া লিগ নেতৃত্ব কি সে দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে পারিয়াছে?

সংসদ বয়কট করার মধ্যে যে নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতি দায়িত্ব অগ্রাহ্য করার একটা অন্যায় রহিয়াছে, বয়কটকারীরা প্রায়শ তাহা খেয়াল করেন না। ভারতের সংসদেও বিভিন্ন প্রশ্নে নিজেদের উষ্মা প্রকাশ করিতে গিয়া বিরোধী পক্ষ প্রায়শ নাগাড়ে দেড়-দুই সপ্তাহ সংসদ বয়কট করেন কিংবা সভার কাজ ভণ্ডুল করেন। ইহা কিন্তু প্রতিবাদের পদ্ধতি নয়। ভোটদাতারা যখন রাজনীতিকদের জনপ্রতিনিধি করিয়া পাঠান, তখন সভার কাজ বানচাল করা কিংবা সভা বয়কট করার জন্য পাঠান না। তাঁহারা আশা করেন, প্রেরিত প্রতিনিধিরা সর্বতোভাবে ভোটদাতাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত করিবেন, চাহিদা ও অভাব-অভিযোগ তুলিয়া ধরিয়া সেগুলির প্রতিকারে সরকারকে চাপ দিবেন। সভা বয়কট করিয়া ঘরে বসিয়া থাকিলে কিংবা রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি পেশ করিতে গেলে, সে সবের কিছুই হয় না, বড় জোর গণমাধ্যমে প্রচার পাওয়া যায়। ময়দান ছাড়িয়া পলায়ন না করিয়া সম্মুখসমরে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করাই গণতন্ত্রের উপযুক্ত পথ।

ANADABAZAR PATRIKA

Khaleda may put past behind

Bangladesh Prime Minister to hold talks with Aziz on a whole range of ties

B. Muralidhar Reddy

- **First visit by Bangladesh leader in 13 years**
- **Memories of excesses refuse to fade away**
- **Fate of three lakh Biharis source of tension**

ISLAMABAD: Bangladesh's Prime Minister Khaleda Zia arrived here on Sunday on a three-day official visit for interaction with her Pakistani interlocutors on a wide range of subjects.

Prime Minister Shaukat Aziz and his wife Rukhsana Shaukat Aziz along with Minister-in-Waiting Nelofar Bakhtiar received her at the Chaklala Air Base.

Ms. Khaleda Zia would meet President Pervez Musharraf and hold talks with Mr. Aziz covering a complete range of bilateral relations.

It is the first high level bilateral visit from Bangladesh in 13 years.

Pakistan has traditionally been more comfortable in dealing with the Bangladesh Nationalist Party (BNP) led by Ms. Zia as compared to the Awami League led by Sheikh Hasina. Since it would be the Bangladeshi Premier's first visit after taking over as the SAARC chairperson last November, SAARC-related issues would also come up for discussions.

Despite the long gap in the visit at the highest level, it would be significant only in political terms. Four Memorandums of Understanding (MoUs) and one agreement in diverse areas are expected to be signed.

The four MoUs will be on agriculture cooperation, promotion of tourism, cooperation between two export promotion bureaus and on standardisation of weights and measures. A bilateral agreement on visa abolition of diplomatic and official passports is also on the cards.

Bangladesh, part of Pakistan till 1971, has had an uneasy relationship with Islamabad. Memories of excesses by the Pakistan army prior to the birth of Bangladesh have refused to fade away and the precise cause for the division of Pakistan has continued to be a sore point between the two countries.

During his visit in 2002, Gen. Musharraf sought to end the sorry chapter of excesses by Pakistan army in the erstwhile East Pakistan by not only expressing regrets but also making a strong plea to forget the past and join hands for a new bond between the people's of the two countries.

The regret, first ever by any Pakistani military regime, did help to some extent heal the wounds.

However, the fate of three lakh stranded Biharis in Bangladesh has been a source of tension between Islamabad and Dhaka.

THE HINDU

Bangla's top militant held by Bengal cops

Man behind Dhaka serial blasts smoked out of Murshidabad

HT Correspondent
Kolkata, January 23

BANGLADESH'S MOST wanted terrorist has been arrested in West Bengal.

Sheikh Abdur Rahman, the chief of Jamatul Mujahideen Bangladesh, is believed to be the man behind the 400 simultaneous blasts that rocked Bangladesh in August last year. Along with his deputy Bangla Bhai, Rahman also masterminded several subsequent chains of explosions, including suicide attacks.

IG (law and order) Raj Kanojia confirmed the arrest. "The police have picked up Shaikh Abdur Rahman from a village in Murshidabad. Senior officers will interrogate him to establish his background," he said.

The multiple attacks in Bangladesh had claimed 28 lives, including those of four suicide bombers, but in Bengal Rahman was arrested on a relatively petty charge. "His visa and passport were not in order. He had crossed the border in a hurry, fearing arrest in Bangladesh," a Murshidabad cop said.

Rahman was hiding in a relative's house at Joragacha village. Intrigued by the suspicious-looking stranger, locals informed the police who investigated his papers and arrested him.

Rahman will be produced in Behrampore Court on Wednesday. The police have informed intelligence agencies about his arrest, but haven't contacted the Bangladesh authorities yet.

"We haven't yet been informed. We are ready to help the Indian government in identifying any wanted criminal from Bangladesh if arrested in India," said an official of the Bangladesh deputy high commission in Kolkata.

Indeed, the news of the arrest would be a huge relief to the Bangladesh government, which is desperate to see the man behind bars. Once he was identified as a suspect in the serial blasts, the government had banned his outfit on October 5 and announced a bounty of taka 50 lakh on Rahman. Yet all raids went in vain. Bangladesh then contacted Interpol seeking a search for Rahman in several countries, including India.

Bangla Bhai, who carries an identical reward on his head, remains at large.

Nabbed

SHAIKH ABDUR RAHMAN

Rank Chief of Jamaatul Mujahideen Bangladesh

Charges

- Masterminded serial blasts in August
- Subsequent attacks on courts and judges

At large

BANGLA BHAI

Rank A commander in JMB and Rahman's deputy

Charges

- Helped organise attacks plotted by chief
- Committed countless murders
- Leads Rajshahi network

THE HINDUSTAN TIMES

THE HINDU

Militancy adds to political uncertainty

The upsurge in Islamic militancy in Bangladesh is set to cast a shadow over the next general election, expected in a year.

Haroon Habib

THE NEXT general election in Bangladesh is due only in January 2007, but it has already started dominating the political discourse. The concerns are centred round Islamic militancy, which saw an upsurge in 2005, endangering the country's fragile democracy.

The year witnessed an alarming escalation in the number of suicide bomb blasts that claimed the lives of dozens of senior Opposition politicians, journalists, cultural activists, judges, and policemen. Islamist militants have established a reign of terror by carrying out countrywide serial blasts and violent attacks on courts, offices, and other secular establishments.

A total of 396 people were killed in so-called "crossfire" during "shootouts" between "lawbreakers" and law enforcement agencies. Zealots continued their attacks on Ahmadiyyas across the country demanding that the small sect be declared non-Muslim.

The media were under tremendous pressure throughout the year. Senior Ministers and ruling party lawmakers repeatedly blasted newspapers for "tarnishing the country's image." Two journalists were killed, 142 injured, 11 arrested, four kidnapped and 53 assaulted in more than 500 incidents across the country. Besides, 249 journalists were threatened with death and cases filed against 130 others, according to human rights bodies.

Fears of snap poll

Against this backdrop, the mainstream political parties have already begun overt and covert preparation for parliamentary polls. Many observers believe the Khaleda Zia Government, suffering from an image problem due to escalation of Islamic militancy and the price rise, might call a snap election well ahead of schedule.

The Bangladesh Nationalist Party (BNP), the Awami League, the Jatiya Party, the Jamaat-E-Islami, and the 11-party Left alliance, are the major players.

The Awami League has been abstaining from Parliament for nearly one year. Its lawmakers, including party chief Sheikh Hasina, will lose membership of Parliament if they fail to attend the winter session scheduled from the third week of this month. Article 70(1) of the Bangladesh Constitution stipulates that absence from Parliament for 90 working days at a stretch will lead to loss of membership. If the Awami League MPs resign *en masse*, the BNP and its allies will have to hold byelections in the present explosive political scenario.

The BNP Government's role in tackling the militancy has been criticised. It is accused of turning a deaf ear to the allegations against the Jamaat-e-Islami, its main political partner. Some Ministers and ruling party lawmakers are also accused of patronising militants with links to Pakistan, Saudi Arabia, and other West Asian countries.

The New Year began with the Opposition agitating for the resignation of the Government, accusing it of harbouring Islamist militants and failing to govern the country efficiently in the last four years. The pro-liberation Opposition alliance has also accused the Khaleda Zia Government of a conspiracy to hand over power to a "third force."

The past year, which began with the assassination of the former Finance Minister, Shah Kibria, in a grenade attack, ended with a presidential ordinance on wiretapping. Skyrocketing prices of essentials and a series of 'crossfire' killings were other problems. The Government, which had repeatedly denied the existence of militants, was forced to ban the Jama'atul Mujahideen Bangladesh and the Jagrata Muslim Janata of Bangladesh.

nterestingly, the Government, on the one hand, urged all the Opposition parties to join in the national dialogue on terrorism, and, on the other, launched a campaign against the main Opposition party labelling it the "patron of the militants." The Khaleda Zia Government has also not abandoned its long cherished allegation that the Islamic militancy was sponsored from "a neighbouring country," which wants Bangladesh doomed.

Apart from the Opposition's allegations, the ruling BNP also faced tremendous pressure from within when a number of senior leaders categorically alleged that the Jamaat and many BNP leaders were the main force behind the militancy.

The 14-party Opposition combine has come up with 31-point proposal to reform the system of a caretaker government during elections and the electoral rules. They declared they would resist any election held without reforms. The Government has rejected the demand saying the election would be held under the existing system.

The 14-party alliance held a rally in Paltan Maidan on November 22 despite government obstruction and announced a 23-point common national programme with a pledge to establish a democratic country free from communal politics and extremism. The ruling BNP staged a similar show in Paltan later. But uncertainty prevails over when and how the elections can be held as the ruling and Opposition parties stick to their stances.

06 JAN 2006

বাংলাদেশে ধৃত জঙ্গি কমান্ডার

ঢাকা, ৩১ ডিসেম্বর: খুলনা থেকে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন আজ একটি ইসলামি জঙ্গি দলের কমান্ডারকে গ্রেফতার করেছে। তার নাম জাইউর রহমান ওরফে সাগর। সাগরকে জামাতুল মুজাহিদিনের কমান্ডার বলে জানানো হয়েছে।

এর মধ্যেই চট্টগ্রামে একটি বোমা বিস্ফোরণে আহত হন দুই মহিলা। অন্য দিকে, গত কাল রাতেই একটি ছাত্রাবাস থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল প্রচুর পরিমাণ বিস্ফোরক। দেশ জুড়ে একের পর এক যে সব বিস্ফোরণ হয়ে চলেছে তার মোকাবিলায় নিরাপত্তারক্ষীরা এখন দেশ জুড়ে ব্যাপক তল্লাশি চালাচ্ছে। পুলিশের জানিয়েছে, ১৭ অগস্ট সারা দেশ জুড়ে যে ৪৩৪টি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে তাতে জামায়েতুল মুজাহিদিনের হাত ছিল। তার পরেও আত্মঘাতী বিস্ফোরণে প্রাণ গিয়েছে ২৮ জনের। আহত শতাধিক। — পি টি আই